সর্বোচ্চ ৩০.৬
সর্বনিম্ন ২০.১
কোচবিহার
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৮৫ শতাংশ

শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আমার শহর
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ অক্টোবর ২০১৮ তেরো

জবরদখলের জেরে শনিমন্দির মোড়ে যানজট। – সংবাদচিত্র

রাস্তা ও ফুটপাথ জবরদখল

মাথাভাঙ্গার শনিমন্দির মোড়ে বাড়ছে যানজট

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১১ অক্টোবর ঃ যানজটে জেরবার সুটুঙ্গা নদীর উপর আব্বাসউদ্দিন সেতু লাগোয়া শনিমন্দির মোড়। মূল মাথাভাঙ্গা শহরে ঢোকার মুখে গুরুত্বপূর্ণ মোড়টির চারদিক থেকেই জবরদখল হয়েছে। সংকীর্ণ মোড়ে রাস্তার ফুটপাথ পর্যন্ত জবরদখলকারীদের কবজায় চলে গিয়েছে। ফলে মোড়টিতে যানজট লেগেই থাকছে। শনিমন্দির মোড় থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেরিয়েছে। এগুলি হল– ইমিগ্রেশন রোড, মোরঙ্গা রোড এবং সুটুঙ্গা নদীর জল থেকে বাঁধের উপর দিয়ে যাওয়া হাজরাহাট রোড। ওই মোড়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি রাস্তাই জবরদখলকারীদের দখলে চলে গিয়েছে। ফলে পুজোর আগে যানজটের সমস্যা বেড়েছে। মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স চালকরা হাজরাহাট রোডই বেশি ব্যবহার করেন। বাঁধের রাস্তার ফুটপাথ জবরদখলের পাশাপাশি রাস্তার উপরই গড়ে উঠেছে অস্থায়ী অটো ও টোটো স্ট্যান্ড। যার ফলে রাস্তাটিতে যানজট লেগেই থাকে। যানজটের ফলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা রোগী নিয়েও অপেক্ষা করতে হয় অ্যাম্বুলেন্স চালকদের। শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন মোড়ে অনেক সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হলেও যানজট সমস্যা না মেটায় ক্ষুব্ধ শহরবাসী।

শনিমন্দিরের মতো শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার দাবি উঠেছে। যানবাহন ও পথচলতি সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় বেআইনি জবরদখল ও রাস্তার উপর বেআইনি যানবাহন পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে পুরসভা ও প্রশাসন কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সেবিষয়েও শহরের নাগরিকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ যানজটে প্রতিদিন শহরবাসীকে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'শনিমন্দির মোড়ে অটো দাঁড়ানোর জন্য নদীচরে অস্থায়ীভাবে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও বেআইনিভাবে কিছু অটো রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকায় যানজট হচ্ছে। যানজটের বিষয়ে মাথাভাঙ্গার মহকুমাশাসক ও মাথাভাঙ্গা পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান সূত্র বের করা হবে।'

শনিমন্দির মোড় থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেরিয়েছে। ইমিগ্রেশন রোড, মোরঙ্গা রোড এবং সুটুঙ্গা নদীর জল থেকে বাঁধের উপর দিয়ে যাওয়া হাজরাহাট রোড।

ওই মোড়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি রাস্তাই জবরদখলকারীদের দখলে চলে গিয়েছে। ফলে পুজোর আগে যানজটের সমস্যা বেড়েছে।

বড়দেবীর মতো প্রতিমার পুজো চক্রবর্তীবাড়িতে

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর ঃ কোচবিহারের বড়দেবীর মতো দেখতে অষ্টধাতুর প্রতিমা দীর্ঘদিন ধরে পুজো হচ্ছে দেবীবাড়ি সংলগ্ন এলাকার চক্রবর্তীবাড়িতে। কোচবিহারের সমস্ত ক্লাব ও বাড়ির পুজোয় দেবী দুর্গার পাশে গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী থাকলেও চক্রবর্তী পরিবারের দেবীপ্রতিমার পাশে থাকে জয়া–বিজয়া। বাড়ির স্থায়ী মন্দিরেই দেবী পূজিতা হন। সারাবছর নিত্যপুজো হলেও পুজোর চারদিন বিশেষ পুজোর আয়োজন হয়।

চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যরা জানান, একসময় কোচবিহারের মহারাজা কনৌজ ও মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণদের নিজের রাজ্যে এনেছিলেন। কামিনিরঘাট, টাকাগাছ, গুড়িয়াহাটি সহ পাঁচটি গ্রামে তাঁরা থাকতেন। সেইসময় পাড়েবান্ধব দেবশর্মন এই পুজো চালু করেছিলেন। এরপর বংশপরম্পরায় সেই পুজোই চলে আসছে। বর্তমানে সেই পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন সমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি জানালেন, একসময় পুজোর চারদিনই বলি দেওয়া হত। সপ্তমী থেকে নবমী পাঁঠা ও দশমীর সকালে পায়রা বলি হত। বর্তমানে শুধুমাত্র পায়রা বলির প্রথা চালু রয়েছে। সমরেন্দ্রনাথবাবু বলেন, 'আমাদের বাড়ির পুজো প্রায় ৩৫০ বছরের পুরোনো। টাকাগাছ এলাকায় বাড়ি থাকাকালীন সেখানে পুজো হত। এখন দেবীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বাড়িতে পুজো হয়। একসময় পরিবারের সদস্যরা নিজেরা পুজো করলেও এখন পুরোহিত দিয়ে পুজো হয়।' সমরেন্দ্রনাথবাবুর ছেলে মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী বলেন, 'আগে পুজোয় নিমন্ত্রণের চল ছিল না। কিন্তু এখন যুগ পালটেছে। পুজোর চারদিন বাড়িতে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবরা আসেন।'

বৃষ্টির জন্য দুর্গা প্রতিমা ঢাকছেন মৃৎশিল্পী। কোচবিহারে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

পুজো কমিটিগুলিকে সাহায্য

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকারের তরফে ১০ হাজার টাকার চেক পেল জেলার পুজো কমিটিগুলি। পুলিশের উদ্যোগে প্রতিটি থানার তত্ত্বাবধানে পুজো কমিটিগুলিকে চেক দেওয়া হয়। হাইকোর্টের স্থগিতাদেশে সাময়িকভাবে এই অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। অবশেষে চেক মেলায় খুশি পুজো উদ্যোক্তারা। পুলিশ জানিয়েছে, যে পুজো কমিটিগুলির রেজিস্ট্রেশন রয়েছে এবং যারা অনুমতি নিয়ে পুজোর আয়োজন করেছে, তাদেরই এই অনুদান দেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার ডঃ ভোলানাথ পান্ডে বলেন, 'বেশ কয়েকদিন ধরেই চেক বিলির প্রক্রিয়া চলছে। বৃহস্পতিবার সেই কাজ সম্পন্ন হল।' বৃহস্পতিবার জেলার প্রতিটি থানা এলাকাতেই চেক বিলির কর্মসূচি হয়েছে। কোথাও কনফারেন্স হলে পুজো উদ্যোক্তাদের ডেকে চেক দেওয়া হয়েছে। আবার কোথাও ক্লাবগুলিতেই পৌঁছে গিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার অধীনে থাকা ১০৩টি পুজো কমিটিকে এদিন চেক দেওয়া হয়েছে। মাথাভাঙ্গা থানার অধীনে থাকা ৪২টি পুজো কমিটি ও দিনহাটা থানার অধীনে থাকা ৪৩টি পুজো কমিটিকে চেক দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ থানায় ৪৪টি পুজো কমিটিকে সরকারের দেওয়া দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন ওসি সৌমাল্য আইচ। বিধানপল্লি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি চানমোহন সাহা, গোডাউন মোড় জ্যোতি সংঘ সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক অপু মণ্ডল আর্থিক সহযোগিতার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

কলেজে কুইজ

তুফানগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাব ও ইনটারনাল কোয়ালিটি অ্যাশিয়োরেন্স সেলের যৌথ উদ্যোগে ইনটার–ডিপার্টমেন্টাল কুইজ কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হল। বৃহস্পতিবার ওই কুইজে কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা ২৯টি দলে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে। ইনটারনাল কোয়ালিটি অ্যাশিয়োরেন্স সেলের কোঅর্ডিনেটর তথা তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাবের নোডাল অফিসার সিদ্ধার্থশংকর লাহা বলেন, 'কুইজের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচকদের কী দায়িত্ব আছে, সে সম্পর্ক আলোকপাত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবগত করতে একটি তথ্যচিত্রও দেখানো হয়েছে।' এদিনের কুইজে তুফানগঞ্জ–১ ব্লকের বিডিও শুভজিৎ দাশগুপ্ত, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আইনি সচেতনতা শিবির

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর ঃ কোচবিহার কলেজের এনএসএস–এর ১ ও ২ নম্বর ইউনিটের উদ্যোগে আইনি সচেতনতা শিবির হল। বৃহস্পতিবার কলেজ চত্বরে আয়োজিত শিবিরে জেলা জজ ফিরোজা খাতুন, আইনি পরিসেবা কর্তৃপক্ষের ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যরা আইনি পরিসেবা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত একটি সচেতনতামূলক তথ্যচিত্রও সেখানে দেখানো হয়। কলেজের এনএসএস–এর কোঅর্ডিনেটর ডঃ তপনকুমার দাস ও ডঃ সুকান্ত ঘোষ বলেন, 'আইনের বিভিন্ন দিকগুলি ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয়। কীভাবে আইনি পরিসেবা পাওয়া যাবে সেই বিষয়েও তাদের অবগত করা হয়েছে।'

ডক্টরেট লাভ

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর ঃ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট পেলেন কোচবিহার–২ ব্লকের রাজারহাটের ছাত্র বিশ্বজিৎ দত্ত। গত ৪ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর হাত থেকে এই সম্মান লাভ করেন তিনি। বিশ্বজিতের বাবা বিকাশচন্দ্র দত্ত পেশায় ব্যবসায়ী। গবেষণার বিষয়ে বিশ্বজিৎ বলেন, ''উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ রায়ের তত্ত্বাবধানে 'ফিজিওকেমিক্যাল স্টাডি অ্যান্ড ইনক্লুশন কমপ্লেক্স অফ আয়োনিক সলিডস অ্যান্ড আয়োনিক লিকুইডস' বিষয়ে গবেষণা করেছি।'' ইতিমধ্যে তাঁর ১২টি গবেষণাপত্র বিভিন্ন ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকারের মদের দোকান খোলার বিরোধিতা করে বৃহস্পতিবার অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন সরব হল। এদিন সংগঠনের তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সরকার মানুষের কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা চিকিৎসার সুযোগের কথা না ভেবে মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংগঠনের সম্পাদিকা নমিতা বর্মন বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণ, নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। তাই সরকার মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত বাতিল করুক।' দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার কথাও জানিয়েছেন তাঁরা।

জমে উঠেছে পুজোর বাজার, বৃষ্টিতেও শহরের রাস্তায় ভিড়

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর ঃ পুজোর আর বেশিদিন বাকি নেই। তাই পুজোর বাজার সারতে বেরিয়ে পড়েছেন অনেকেই। মহালয়ার পর থেকে আরও বেশি জমে উঠেছে পুজোর বাজার। বৃষ্টি সত্ত্বেও বাজার থেকে শপিংমল– সর্বত্রই এখন ভিড়। বিকেলের পর থেকেই শহরের বিভিন্ন শপিংমল ও বাজারের সামনে দিয়ে হাঁটা মুশকিল হয়ে পড়েছে। শহরের ভবানীগঞ্জ বাজারের রাস্তার অনেকটা জুড়ে জুতো, পোশাক, ব্যাগ কিংবা গয়না বিক্রি হচ্ছে। রয়েছে রকমারি খাবারের দোকানও। সবমিলিয়ে যাতায়াতে একটু অসুবিধা হলেও পুজোর ভিড় মন্দ লাগছে না শহরবাসীর।

কোচবিহারের বড়বাজার বলে পরিচিত ভবানীগঞ্জ বাজারে প্রায় প্রতিটি দোকানেই বৃহস্পতিবার চোখে পড়ার মতো ভিড় ছিল। মুখে চওড়া হাসি নিয়ে ক্রেতাদের নানা জিনিস দেখাচ্ছিলেন ব্যবসায়ীরা। শুধু বাজার নয়, শহরের কেশব রোড, বাদুড়বাগান, মা ভবানী চৌপথি সংলগ্ন শপিংমলগুলিতে এদিন যথেষ্ট ভিড় ছিল। বিকেলের পর থেকেই এসব এলাকা সরগরম হয়ে উঠছে। ভবানীগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী বিমল পাল বলেন, 'পুজোর বাজার এখন ভালোই জমে উঠেছে। বিকেলের পর থেকে ভালোই ব্যবসা হচ্ছে। ক্রেতাদের ভিড়ে দম ফেলার সময় পাওয়া যাচ্ছে না।' পুজোর শপিংয়ের পাশাপাশি কোন মণ্ডপ তৈরি কতদূর এগোল, সেটাও একটু দেখে নিচ্ছে তরুণ–তরুণীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তরুণী জানাল, 'শপিং তো আছেই। তার পাশাপাশি শহরে ঘোরাঘুরি, রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়ার মধ্য দিয়ে এখন থেকেই পুজোর আনন্দ শুরু হয়ে গিয়েছে।' শুধু কোচবিহার শহরই নয়, আশপাশের পুণ্ডিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, দিনহাটা থেকেও বহু মানুষ কোচবিহারের বিভিন্ন শপিংমল ও নামি দোকানগুলিতে বাজার করতে আসেন। গত কয়েকদিন ধরেই বাজারে ক্রেতাদের ভিড়ে তাঁদেরও দেখা মিলছে। বৃহস্পতিবার বাজারে আসা তরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সুব্রত ঘোষ জানালেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু মানুষ বাজারে আসায় ভিড় ও যানজট বেড়েই চলেছে। তাই যানজট মোকাবিলার বিষয়টি প্রশাসনের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। পরিবার নিয়ে কোচবিহারের একটি শপিংমলে পুজোর কেনাকাটা করতে এসেছিলেন অভিষিক্তা দাস। তিনি বলেন, 'অনেকসময় ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ গাড়ি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যানজটের জন্য রাস্তা পার হতেও অনেক সময় লাগছে। পুজোর বাজার করতে বেরোনো মানুষ যাতে অসুবিধায় না পড়েন, সেদিকে প্রশাসনের নজর রাখা উচিত।'

এ ব্যাপারে অবশ্য প্রশাসনও উদ্যোগী হয়েছে। ডিএসপি (ট্রাফিক) চন্দন দাস বলেন, 'পুজোর মরশুমে কোচবিহারবাসী অনেক রাত অবধি বাজারে থাকেন। সে কারণে বাজারের প্রতি মোড়ে সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। রাত দশটা পর্যন্ত শহরে টোটোর উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। রাস্তায় যাতে যানজট না হয়, সেবিষয়ে সকলকে সচেতন করা হচ্ছে। যানজট এড়াতে পুজোর কয়েকদিন রিকশা বন্ধ রাখার কথা ভাবা হচ্ছে।'

বৃষ্টির পর শহরের রাস্তায় বেরিয়েছেন ক্রেতারা। – সংবাদচিত্র

পুজোর মরশুমে কোচবিহারবাসী অনেক রাত অবধি বাজারে থাকেন। সে কারণে বাজারের প্রতি মোড়ে সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। রাত দশটা পর্যন্ত শহরে টোটোর উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
–চন্দন দাস ডিএসপি (ট্রাফিক)

অনেক সময় ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ গাড়ি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যানজটের জন্য রাস্তা পার হতেও অনেক সময় লাগছে। পুজোর বাজার করতে বেরোনো মানুষ যাতে অসুবিধায় না পড়েন, সেদিকে প্রশাসনের নজর রাখা উচিত।
– অভিষিক্তা দাস ক্রেতা

দিনহাটা কলেজে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

দিনহাটা, ১১ অক্টোবর ঃ দিনহাটা কলেজের ছাত্র অলোক নিতাই দাসের মৃত্যুর পর থেকে কলেজের দুজন অস্থায়ী কর্মচারী কাজে যোগ দিচ্ছেন না। এই অভিযোগে বৃহস্পতিবার কলেজের হেড ক্লার্ক সুজিত দাশগুপ্তকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। কলেজের পড়ুয়া সরিফুল ইসলাম, রানা রহমান, সাবানা খাতুনদের অভিযোগ, তাঁদের সহপাঠীর মৃত্যুর পর থেকেই ওই দুজন কাজে আসছেন না। ছাত্রমৃত্যুর দিন দিনহাটা কলেজে যে সমস্ত বহিরাগত ঢুকেছিল, তাদের ওই দুই অস্থায়ী কর্মচারী কোনোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন বলে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ। পড়ুয়ারা বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার কথা ভেবে আমরা হেড ক্লার্কের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, ওই দুজন কর্মচারী কোনো ছুটি নিয়েছেন কিনা। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, ওই দুই কর্মচারী ছুটি নেননি। কলেজের কাজকর্মের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে ওই দুজন যাতে দ্রুত কাজে যোগ দেন, সেই দাবি রাখছি।' এ বিষয়ে কলেজের হেড ক্লার্ক সুজিত দাশগুপ্ত বলেন, 'যেকোনো কর্মচারী টানা ২০ দিন ছুটি নিতে পারেন। তাই আমরা ওই দুজন কর্মচারীর এক–একটি ছুটি কেটে নিচ্ছি। তবে ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে আমরা ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অমিতাভ দত্তের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব।'

যুগলদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রেস্টুরেন্ট গার্লিক–এ

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর ঃ পুজোয় প্রেমিকযুগল কিংবা দম্পতির জন্য উপযুক্ত পরিবেশে খাবার পরিবেশন করতে প্রস্তুত কোচবিহারের সুনীতি রোডের রেস্টুরেন্ট গার্লিক। মাসখানেক আগেই কোচবিহারে এই রেস্তোরাঁটির পথ চলা শুরু। ইতিমধ্যেই ভোজনরসিকদের মধ্যে রেস্তোরাঁটি বিপুল সাড়া ফেলে দিয়েছে। পুজোর সময় কোচবিহারবাসীর যাতে পেটপুজো করতে কোনো সমস্যা না হয়, সেজন্য উঠেপড়ে লেগেছে কর্তৃপক্ষ। পুজোর দিনগুলিতে এই রেস্তোরাঁয় ১৮৪ রকমের পদ থাকবে। বাঙালি ঘরানার খাবার থেকে শুরু করে দেশি–বিদেশি বিভিন্ন রকমের খাবার মেনুতে থাকবে।

রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের খাবারে একটি বিশেষত্ব রয়েছে। সেটি হল, প্রতিটি খাবারে ব্যবহৃত শাকসবজি জৈবসার দিয়ে উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ রাসায়নিক ও কীটনাশকবিহীন শাকসবজি ব্যবহার করেই এখানে রান্না হয়ে থাকে। সেইসঙ্গে ব্যবহার করা হয় ভোজ্য তেল। মশলার ক্ষেত্রেও নামি কোম্পানির সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। ক্রেতাদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এ ধরনের আয়োজন বলে রেস্টুরেন্ট গার্লিক–এর পক্ষে উত্তরা পাঠক ও জয়া পাল জানিয়েছেন। তাঁরা বললেন, 'পুজো মানেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ পুজোয় কোচবিহারে বেড়াতে আসেন। তাঁরা এখানেই খাওয়াদাওয়া সেরে নেন। সকলের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই আমরা ভুরিভোজের আয়োজন রেখেছি।'

চিকেন চাপ, মটন দো–পিঁয়াজা, পনির বাটার মশালা, নান, বিরিয়ানি, ফ্রায়েড রাইস সহ দেশি–বিদেশি নানা ধরনের পদ ক্রেতারা এই রেস্তোরাঁয় পাবেন। পুজোয় যাতে সকলেই নিত্যনতুন ধরনের খাবারের স্বাদ পেতে পারেন, সেজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুজোর আবহ ফুটিয়ে তুলতে রেস্তোরাঁর ভিতরে কম আওয়াজে পুজোর গান বাজানো হবে। এক মণ্ডপ থেকে অন্য মণ্ডপে ঘোরার মাঝে রেস্তোরাঁয় আড্ডা আর জমিয়ে খাওয়াদাওয়া করতে ভোলেন না কোচবিহারবাসী। তবে তার মাঝেও যাতে পুজো পুজো ভাবটা লেগে থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা থাকবে।

রেস্টুরেন্ট গার্লিক–এ খাওয়াদাওয়া সারছেন কোচবিহারবাসী। –সংবাদচিত্র

পুজোর প্রস্তুতি

পুজোর বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই উৎসবে মেতে উঠবেন কোচবিহারবাসী। এখন পাড়ায় পাড়ায় চলছে পুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করতে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রতিযোগিতা। নানারকম থিমকে সামনে রেখে মণ্ডপ থেকে আলোকসজ্জা ও প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। এরকমই কিছু পুজো কমিটির প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

টাকাগাছ বিবেকানন্দ ক্লাব

কোচবিহার–২ ব্লকের টাকাগাছ বিবেকানন্দ ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের এবছর ৫৭তম বর্ষের দুর্গাপুজো। পুজো কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ টাকার বাজেট রয়েছে। কাপড় ও থার্মোকল দিয়ে প্রায় ৭৫ ফুট উচ্চতা ও ৬০ ফুট চওড়া কাল্পনিক মণ্ডপ গড়া হচ্ছে যা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। সেইসঙ্গে চন্দননগরের আলোয় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এলাকা। যার প্রস্তুতিও জোরকদমে চলছে। প্রতিমায় থাকছে সাবেকিয়ানার ছাপ। পুজো উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ সামাজিক কর্মকাণ্ডের উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, চতুর্থীতেই হবে পুজোর উদ্‌বোধন। অষ্টমীতে হবে প্রসাদ বিতরণ। মাইকযোগে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারও করা হবে।

পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়া

৮৭তম বর্ষে কোচবিহার শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়া দুর্গাপুজো কমিটি দর্শনার্থীদের উপহার দিতে চলেছে উত্তরপ্রদেশের মহাদেবের মন্দিরের আদলে তৈরি মণ্ডপ। ক্লাবের মাঠেই এই মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। মণ্ডপজুড়ে ফাইবার ফ্রেমের কাজ থাকবে। কোচবিহারের পালপাড়ার মৃৎশিল্পী রমেশচন্দ্র পাল একচালার ডাকের সাজের প্রতিমা গড়ছেন। প্রতিমায় এবার বনেদি বাড়ির প্রতিমার ছোঁয়া দেখা যাবে। মণ্ডপের আশপাশের রাস্তাজুড়ে চন্দননগরের এলইডি আলোর ব্যবস্থা থাকছে। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় পুজোর উদ্বোধন হবে। এবছর তাঁদের পুজোর বাজেট ৭ লক্ষ টাকা। দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'ষষ্ঠীর দুপুরে দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ ও অষ্টমীর দিন অনাথ শিশুদের জন্য মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হবে।'

অমরতলা বিবেকানন্দ ক্লাব

কোচবিহারের কামেশ্বরী রোড লাগোয়া অমরতলা বিবেকানন্দ ক্লাব এবং ব্যায়ামাগারের এ বছর পুজোর ৬৪তম বর্ষ। জয়পুরের এক মন্দিরের অনুকরণে মণ্ডপ তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। ক্লাবের পাশের মাঠেই মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। পুজো কমিটির কর্মকর্তারা জানান, এ বছর তাঁদের বাজেট প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। কোচবিহারের পালপাড়ার মৃৎশিল্পী বাদল পালের তৈরি ডাকের সাজের প্রতিমা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে। পুজোয় নিজেদের এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগী পুজো কমিটির কর্মকর্তারা। এলাকায় চারটি ডাস্টবিন রাখা হচ্ছে। এবার পুজোয় চন্দননগরের এলইডি আলোর ব্যবস্থা থাকছে। পুজো কমিটির সহসভাপতি অভিজিৎ দত্ত বলেন, 'অষ্টমীর দিন সমস্ত দর্শনার্থীর জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা থাকবে। আশা করছি, আমাদের পুজোর আয়োজন দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে।'

রকি ক্লাব

২৬তম বর্ষে সামাজিক সচেতনতামূলক থিমের মধ্য দিয়ে দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করতে চাইছে কোচবিহারের রকি ক্লাব। নারীশক্তিকে থিম করেই গড়ে উঠছে পুজোর মণ্ডপ। বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে জয় করে যেভাবে মহিলারা সেরার শিরোপা অর্জন করছেন তা মণ্ডপে তুলে ধরা হবে। একইসঙ্গে কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো সামাজিক ব্যাধি নিয়েও মানুষকে সচেতন করা হবে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, প্লাইউড, কাপড় দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন মডেল থাকবে। দুর্গাকে দেখানো হবে ভারতমাতার রূপে। যেখানে অপশাসনকে বধ করার দৃশ্য ফুটে উঠবে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে সুজিত চক্রবর্তী বলেন, 'পঞ্চমীতে আমাদের পুজোর উদ্‌বোধন হবে। অষ্টমীতে এমজেএন হাসপাতালে গিয়ে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করব।'